সুরক্ষা বার্তা

শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার জেলায় স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষামূলক পরিবেশকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৮টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ২৮ এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রকল্পটি শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের সুরক্ষায় কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, জীবন দক্ষতার শিক্ষা, প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ, ফলোআপ সেবা, সোশ্যাল হাব এবং শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি হ্রাসে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, রেফারেল সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে, যা প্রকল্পের অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কোস্ট – শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভা ডিসেম্বর ২০২২, ছবি: মো: আরিফ উল্লাহ, ট্যাকনিক্যাল অফিসার

১৮ ই ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের ১৩০ জনের অধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোস্ট ফাউন্ডেশন কক্সবাজার অঞ্চলের- আঞ্চলিক টিম লিডার ও সহকারী পরিচালক - আইএসসি জাহাঙ্গীর আলম এবং কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম মুজিব। টিম লিডার তার মূল্যবান বক্তব্যে বলেন, কোস্ট হচ্ছে দক্ষ কর্মী উন্নয়নের কারিগর। তাছাড়াও এখানে কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ছেলে মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ, তাই তিনি সকল সহকর্মীদে প্রকল্পের কাজের দক্ষতার পাশাপাশি কম্পিউটার ও ইংরেজীতে দক্ষ হতে পরামর্শ দেন। কক্সবাজার প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক বলেন, কোস্ট সুনামের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। আমি কোস্টের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি এবং আপনাদের কাজের গুণগতমান ও জবাবদিহিতা উল্লেখযোগ্য। কক্সবাজার প্রেস ক্লাব সব সময় আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে। যে কোন সহযোগিতায় তিনি পাশে থাকার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। এসময় প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও প্রকল্পের সকল সহকর্মীরা বিগত মাসের প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যকলাপ হালনাগাদ, স্থানীয় ও ক্যাম্পে বসবাসরত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষামূলক পরিবেশকে শক্তিশালীকরণে আগামী মাসের নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়।

নাজমা আক্তারের ক্ষুদ্র প্রয়াস

জালিয়াপালং ইউনিয়নের একজন কিশোরী নাজমা আক্তার, সে তার পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য। সে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। ৮ বছর বয়সে সে তার বাবাকে হারায়। শুরু হয় তার মায়ের পাঁচ সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই। নিরুপায় হয়ে তার মা পাশের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করে সংসারের দায়িত্ব নেন। শৈশব থেকেই দরিদ্র্যপীড়িত পরিবারে বেঁচে থাকাটাই ছিল তার জন্য একটি সাধারণ দৃশ্য। কোস্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প নাজমাকে জালিয়াপালং এমপিসির সাথে যুক্ত করেছে এবং সে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তা সেশনের পাশাপাশি কম্পিউটার অপারেশন শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। সে সবসময় পরিবারের জন্য কিছু করার তাড়না অনুভব করে।

সোনার পাড়া আধুনিক মেডিকেল সেন্টারে বর্তমানে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করছে নাজমা আক্তার। ছবি: মেহেদি হাসান, কম্পিউটার ট্রেইনার, জালিয়াপালং

ছয় মাস কম্পিউটার অপারেশন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে সে বুঝতে পেরেছিল, যদি এই স্কিলটিকে কার্যকর উপায়ে ব্যবহার করতে পারে তবে সে তার পরিবারের জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারবেন। তারপরে নাজমা জালিয়াপালং এমপিসির কম্পিউটার ব্যবহার করে একটি পাঠ্যক্রম সিভি প্রস্তুত করে এবং কম্পিউটার অপারেটর সম্পর্কিত বিভিন্ন চাকরির বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন করতে থাকে। অবশেষে সে সোনারপাড়া আধুনিক মেডিকেল সেন্টারে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে নিয়োগ পায়। চাকরি হওয়ার পর থেকেই সে তার শিক্ষার যাবতীয় খরচ নিজেই বহন করতে পারছে এবং তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারছে। তিনি বলেন, "পড়ালেখা শেষ করে পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হতে চাই। ধীরে ধীরে আমি আমার বিভিন্ন দক্ষতা বাড়াতে চাই এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজের সাথে যুক্ত হতে চাই।" তার এই উন্নতির অন্যতম সহায়ক হিসেবে কোস্ট ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

বাল্যবিবাহ বন্ধে ক্যাম্প-৮ই সিবিসিপিসি কমিটি অগ্রণী ভূমিকায়

একজন কিশোরীর মায়ের সাথে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি ও ক্ষতিকর দিক সমূহ নিয়ে আলোচনা করছেন সিবিসিপিসি সদস্য আছিয়া বেগম, ক্যাম্প-৮ই এর কেইস ওয়ার্কার নিপা ও কমিউনিটি মোবিলাইজার ইলিয়াস মিয়া । সকলের প্রচেষ্টায় কিশোরীর বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। ছবি: শাবু আলম শফি, কেইস ভলান্টিয়ার, ক্যাম্প-৮ই

গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান

পরিবেশ রক্ষায় সাদিয়া হক হ্যাপি তার বাড়িতে গাছ লাগায় ও নিয়মিত পরিচর্যা করে। ছবি- নজরুল ইসলাম, স্যোশাল হাব ফ্যাসিলিটেটর, জালিয়াপালং

সাদিয়া হক হ্যাপি কোস্ট ফাউন্ডেশনের একজন নিয়মিত স্যোশাল চেইঞ্জ এজেন্ট। সে ছোট বেলা থেকেই গাছপালার যত্ন নিতে খুবই ভালোবাসতো। কিন্তু পড়ালেখার ব্যস্ততায় তার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন ধরে গাছ লাগানো, গাছে পানি দেওয়া এবং গাছের যত্ন নিতে পারেনি। সে কোস্ট ফাউন্ডেশন এর স্যোশাল হাবে নিয়মিত সামাজিক সম্প্রীতি সেশনে অংশগ্রহণ করে 'জীবনবৃক্ষ' এর কাহিনী জানতে পারে। যার মাধ্যমে সে জানতে পারে- আগে মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল আর বর্তমানে প্রকৃতি মানুষের উপর নির্ভরশীল। মানুষ চাইলে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। কিন্তু সেটা না করে উল্টো গাছ কেটে সাবাড় করে ফেলছে। যার ফলে পরিবেশ দিন দিন ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে। কোস্ট ফাউন্ডেশন সামাজিক সম্প্রীতি অধিবেশনের মাধ্যমে সে অনুপ্রাণিত হয় এবং জানতে পারে কিভাবে পরিবেশকে যত্ন করতে হয়, কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মকে কিভাবে দূষনমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে কাজ করতে হবে। কোস্ট এর উদ্যোগে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। গাছের চারা বিতরণ, চারা রোপন এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং কমিউনিটির লোকজন নিয়ে পালন করা হয়। এ সকল কার্যক্রম থেকে সে নতুন নতুন ধারণা পায় এবং সচেতন হয়। শুধু তাই নয়, উক্ত কার্যক্রমগুলো হ্যাপীকে পরিবেশের প্রতি ভালোবাসায় অনুপ্রেরণা যোগায়। বিশেষ করে কোস্ট ফাউন্ডেশন তার ছোট বেলার গাছ লাগানো এবং গাছের যত্ন করা এই স্বপ্নকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলে । যার ফলে সে নিজের বাড়ীতে সুযোগ পেলেই গাছ লাগায় এবং সমাজের মানুষদের গাছ লাগানোর জন্য নানান উদ্যোগের পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় গাছের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেয়

শাবানা একজন আত্মনির্ভরশীল নারী হতে চায়

শাবানা আক্তার রোজী, দশম শ্রেণীর একজন ছাত্রী, সে জালিয়াপালং ইউনিয়নের পশ্চিম সোনাইছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। সে পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের জীবন নিয়েও তার কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল না। জীবন কতটা সুন্দর তা সে কল্পনাও করতে পারে নাই। তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না, তাই তার মা-বাবা তার অনুমতি ছাড়াই তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মাঝেমাঝে শাবানা বিয়ে করার কথা ভাবে, কিন্তু তার আশেপাশের প্রতিবেশীদের বিয়ের পর কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে সে বিবাহিত জীবনকে ভয় পেতে থাকে। সাধারণত সে স্কুল ছাড়া বাড়ির বাইরে তেমন যেতে পারে না। জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারে পিএসএস সেশনে অংশগ্রহণ করে শাবানা খুবই আনন্দিতবোধ করেছিল, কারণ এই প্রথম সে বাড়ির বাইরে গিয়ে নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছে। যেখানে সে তার নিজের এলাকার পাশাপাশি আরো কিছু বন্ধু পেয়েছিল। এছাড়াও সে বাল্যবিবাহের কুফল এবং অন্যদের সাহায্য-সহযোগিতা করার সুফল সম্পর্কে এখানে

শাবানা আক্তার রোজীকে জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারে মনোসামাজিক সেবা দেয়া হচ্ছে। ছবি: শাহাদাত হোসেন, এমপিসিএস, জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টার

জানতে পেরেছে। এখন সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে নিজেকে আর কারো কাছে ছোট হতে দিবে না। জালিয়াপালং-এর পিএসএস কর্মী শাবানার মা-বাবাকে বাল্যবিবাহের কুফলের ব্যাপারে বুঝিয়েছেন। পিএসএস সেশনের মাধ্যমে শাবানা জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে শুরু করে। জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারে সে সপ্তাহে তিনদিন কম্পিউটার এবং পিএসএস সেশনে অংশগ্রহন করে। বর্তমানে সে তার পড়াশোনায় আরো বেশি মনোযোগী হয়েছে এবং তার ফলাফল আগের থেকে আরো উন্নত হচ্ছে। সে এখন আগের চেয়ে ভালো এবং আনন্দদায়ক সময় কাটাচ্ছে। শাবানা একজন আত্মনির্ভরশীল নারীর পাশাপাশি ভালো মানুষও হতে চায়। সে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে চায় এবং পরবর্তীতে ভালো চাকরি করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে। তার পরিবার শাবানার এই উন্নতির জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায়।

এক নজরে প্রকল্পের ডিসেম্বর-২০২২ মাসের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহ

কাজ সমূহ	লক্ষ্য	অর্জন
উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	৩ ব্যাচ
লিডারশীপ স্কিল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	১০ ব্যাচ
PSEAH বিষয়ক প্রশিক্ষণ (**SCA**)	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
পিসিসি ত্রৈমাসিক মিটিং	৪৫	৪৫
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	৪৯	৪৯
কারিগরি বিষয়ক শিক্ষা অধিবেশন	১৭	১৭
মনোসামাজিক সহায়তা সেশন	৮	৭
জীবন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক সেশন	১০	১০
লিটারেসী এন্ড নিউমেরেসী সেশন	৭	৭
MeWeUs সেশন	৬	৬
সিবিসিপিসি দ্বি- মাসিক সভা	৭	৭

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন।
শিশুসুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার উখিয়া, কক্সবাজার।
যোগাযোগে- ০১৭০৮১২০৩৩১, razaul@coastbd.net
www.coastbd.net

বি: দ্র: এখানে ব্যাবহৃত সকল ছবি অংশগ্রহনকারীর অনুমতি নিয়ে তোলা হয়েছে এবং কোন ছবি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ ব্যতিত কোন ব্যবসায়িক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারিত হবে না।